দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

এসএসসি ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তে ২টি কমিটি

❑ মন্ত্রণালয় বিপাকে ❑ ডিসি এসপি'দের জরুরি বার্তা

রাশেদ আহমেদ ।। এবারও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবহিত হয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন। বৈঠকে আলোচনা হয় চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও মিরসরাই থেকেই প্রথম প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এ প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্যে ২টি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। একটি জেলা প্রশাসকের তদন্ত কমিটি, আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থার কমিটি। এ কমিটি দুটো তদন্ত করে তাদের রিপোর্ট দিলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। তবে পরীক্ষা বাতিল করা সম্পর্কে এখনো মন্ত্রণালয় কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। মন্ত্রণালয়ের অপর এক সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় এই মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিলের কোন ঘোষণা দেবে না কারণ এতে অন্যান্য পরীক্ষা ব্যাহত এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল সারাদেশের ডিসি ও এসপির কাছে জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছে অনুষ্ঠিতব্য সকল প্রশ্ন নিজ তত্ত্বাবধানে রাখার জন্যে। বার্তায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার জন্যে ২টি সেট আছে। যদি কোন এক সেট প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায় তবে বিকল্প প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেয়া যাবে।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এক না হলেও কোন অসুবিধা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গতকাল সারাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাকেও সতর্ক রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামে গোয়েন্দা সংস্থা নামানো হয়েছে ফ্যাক্স ও ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলো পর্যবেক্ষণে রাখার জন্যে। পরীক্ষার কোন প্রশ্নপত্র ফটোস্ট্যাট ও ফ্যাক্স হলে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

বার্তা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

বার্তা ঃ জরুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র আরো জানায়, কোন ক্ষুদ্র এলাকায় প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে সারাদেশের পরীক্ষা বাতিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। তবে এই ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কোন এলাকা থেকে ফাঁস প্রশ্নপত্র যাতে ফ্যাক্স বা ফটোকপি হয়ে দ্রুত ছড়িয়ে যেতে না পারে এজন্যে গোয়েন্দা সংস্থাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, চট্টগ্রামে প্রশ্ন ফটোকপি করার দায়ে ইতোমধ্যে কয়েকটি ফটোকপির দোকান গতকাল জব্দ করা হয়েছে।

'সংবাদ'-এর মৌলভীবাজার জেলা বার্তা পরিবেশক জানিয়েছেন, দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সাথে বাংলা ২য় পত্রের 'ক' সেট-এর হুবহু মিল থাকায় মৌলভীবাজারে এসএসসি পরীক্ষা শুরু করতে ২০ মিনিট বিলম্ব হয়েছে।

জানা গেছে, প্রশ্নপত্র পরিবেশন করতে গিয়ে দেখা যায় দৈনিক মুক্তকণ্ঠে প্রকাশিত প্রশ্নের সাথে 'ক' সেট-এর হুবহু মিল রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সাড়ে ৯টার মধ্যে রেডিও বার্তার মাধ্যমে জেলার সবক'ল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। পরে জেলা প্রশাসক কুমিল্লা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে 'খ' সেট প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন ২০ মিনিট বিলম্বে। ফেনী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র দিয়েই বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার রাতে ফেনীতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের হাতে লেখা প্রশ্নের ফটোকপি বিক্রি হয়, সেই প্রশ্নের সাথে পরীক্ষার প্রশ্ন মিলে যায়। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে।